Action taken report

Addendum

নাট্য সমালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা থিয়েটার

(সূচনাপর্ব থেকে বিশ শতকের সাতের দশক)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পি এইচ. ডি

উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

করবী সরদার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শেখর কুমার সমাদ্দার

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০ ০৩২

২০২৪

(পরীক্ষকের প্রশ্নের উত্তরগুলি নিম্নরেখ করা আছে)

সংশোধনী ১

পরীক্ষকের প্রশ্ন-

1. নাট্য-সমালোচনা ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত না হওয়ার পিছনে এই সমাজ – বাস্তবতার ফারাক কতখানি সেটাই কি গবেষক দেখাতে চাইবেন?
2. বাংলা থিয়েটারের সমালোচনার কোনো পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস যে নেই, তার কারণ অনুসন্ধানে অতঃপর দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য হয়ে উঠবে অভিনয়ের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার অনুসন্ধান?
3. বাংলা থিয়েটারের সমালোচনার কোনো পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস যে নেই, সেই প্রশ্নটির উত্তরসন্ধানে তৃতীয় প্রতিপাদ্য হবে অভিনয়কলার নিপুণ ও নিখুঁত সমালোচনা আদৌ সম্ভব কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা?
4. গবেষণার মুখ্য প্রতিপাদ্য কী?
5. পরবর্তী অধ্যায় বলতে কোনটিকে বোঝাচ্ছেন?
6. সূচনাকাল থেকে স্বাধীনতাকাল- এই স্বাধীনতাকাল কথাটির অর্থ কী? তার সময়সীমাই বা কত?

উত্তর ১

প্রস্তাবনা অংশে ঠিক তা বলা হয় নি। আমাদের বক্তব্য-

এই দুশো ত্রিশ বছরে বাংলা নাটক, বাঙালির নাট্যচর্চা, এবং তৎসংলগ্ন স্মৃতিকথা, তথ্যসংকলন কম হয়নি। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলা থিয়েটারের সমালোচনার কোনো পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। তার

কারণ হিসাবে অনেকগুলি প্রশ্নের অবতারণা করা যায়। বক্ষ্যমান গবেষণা তার কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে বার করতে চায়। আমরা বলতে চাইছি, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বারবার নানা রকমের পালাবদল ঘটেছে। যে প্রয়োজন বা তাগিদ থেকে লিয়েবেদেফ নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন, সেখান থেকে বাবু থিয়েটারের নানা পর্যায়ে নির্দিষ্ট আয়োজকদের তাগিদ আলাদা আলাদা ছিল নিশ্চয়ই। তাছাড়া থিয়েটার তখনও আনুষ্ঠানিকতার বাইরে জনসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়নি যদিও বাবু থিয়েটারে এবং এমন কি সখের থিয়েটারেও নানাভাবে সমাজ সম্পৃক্তি ঘটেছে (প্রসঙ্গত ১৮৫৪-য় রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়ের কথা বলা যেতে পারে) প্রধানত এই সংযোগ থেকেই নাট্য সমালোচনার প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। প্রথম যুগের পত্রপত্রিকায় যে খবরগুলো বেরিয়েছে, তাদের সঠিক অর্থে পূর্ণাঙ্গ "নাট্য-সমালোচনা" বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রথমত, আমাদের আলোচনায় আমরা মুখ্যত যে প্রসিনিয়াম-নির্ভর থিয়েটারকে নির্দিষ্ট করতে চাইছি, তার চর্চার ইতিহাস একরকমের নয়, একই উদ্দেশ্য অথবা পরিবেশ পরিস্থিতি বা সামাজিক প্রেরণা সঞ্জাত নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৮৩১ থেকে ১৮৭১-অর্থাৎ প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-৬৮)এর 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১) থেকে ৭ ডিসেম্বর ১৮৭২-এ চিৎপুরের ঘড়িওয়ালা বাড়িতে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'এর দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্ব পর্যন্ত তথাকথিত 'বাবু থিয়েটার'-এর সমাজ-বাস্তবতা ও নান্দনিকতার সঙ্গে নিঃসন্দেহে 'ন্যাশনাল'-উত্তর ব্যবসায়িক থিয়েটারের সমাজ-বাস্তবতার ফারাক ঘটেছে।

উত্তর ২,৩

দ্বিতীয়ত, নান্দনিকতার প্রশ্নে আমাদের হয়তো কিছুটা থমকে দাঁড়াতে হতে পারে। এই দুই যুগের নাট্যরচনা ও নাট্য-উপস্থাপনার মধ্যে বস্তুত কতখানি বদল ঘটেছে, তা একমাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাতেই স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব একমাত্র সেই অভিনয়ের উপযুক্ত সমালোচনার সহায়তায়। তাছাড়া লিখিত নাটক এবং প্রযোজিত নাট্যের তফাৎ সম্পর্কে সচেতনতা তখনও নাট্য সমালোচনায় প্রত্যাশিত ছিল না। নান্দনিকতা বলতে বোঝাতে চাইছি অভিনয় শিল্পের সামগ্রিক আলোচনা তখন দুর্লভ ছিল, মুখ্যত বাচিক আবৃত্তির গুণাগুণ নিয়েই কথা বলা হত। [৩এ]

সূত্র

৩[এ]) ২০ জানুয়ারি ১৮৭৮ তারিখের 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পলাশীর যুদ্ধ'-র সমালোচনা, দ্র ভট্টাচার্য, শঙ্কর, অগাস্ট ১৯৮২, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, ১ম খন্ড, পৃ ১৪৬-৪৭।

উত্তর ৪

গবেষণার প্রতিপাদ্য, নাট্য সমালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ।সেই হিসাবে প্রথম যুগের অনেক প্রতিবেদনকেই আমরা নাট্য সমালোচনা বলে মনে করতে পারিনি।কেবলমাত্র পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগুলিকেই নিয়েছি।

উত্তর ৫.৬

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনার সমালোচনা, যা কিনা এই অভিসন্দর্ভের মুখ্য প্রতিপাদ্য, তার পূর্বে পর্যালোচনা করব বাংলা থিয়েটারের সূচনাকাল থেকে স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত সমালোচনার চারিত্র্য ও তার গতিপ্রকৃতি।

এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে আমরা জানি। স্বাধীনতা পূর্বকালের বাংলা থিয়েটারের সমালোচনা নিয়ে আমরা আলোচনা করিনি প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, আলোচনার পরিসর অনেক দূর অবধি চলে যেত, যা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। দ্বিতীয়ত, আমাদের আলোচনা মুখ্যত গণনাট্য-গ্রুপ থিয়েটারের ধারা নিয়ে, ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত প্রবাহিত সাধারণ রঙ্গালয় নিয়ে নয়। লক্ষ করা যেতে পারে, পরেও আমরা সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্য নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি।

স্বাধীনতাকাল নয়, আমাদের বিবেচনা গণনাট্যের নাটক, যার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, সেই ‘নবান্ন’ নাটকের প্রযোজনা থেকেই আমরা আমাদের আলোকপাতের চেষ্টা করেছি।

সংশোধনী ২

২. এই পর্বেই নবীন বসুর থিয়েটার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে করবী লিখেছেন—

> "অনেকগুলি কারণেই নবীন বসু[১৩] পথিকৃৎ স্বরূপ হয়ে আছেন। অথচ তিনি ইংরেজি কোনো নাট্যশিল্পীর সাহায্য নেননি এবং যতই না কেন *রোমিও জুলিয়েট*-এর সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর-এর তুলনা করুন বাঙালি কৃতবিদ্য সমালোচক—পালাটি বিলিতি যন্ত্রাদির ব্যবহারে দেশজ নাট্যের অভিনয়ই ছিল। কী অভিনয়ে, কী আঙ্গিকে, কী প্রয়োগে ভাবনায় সুদীর্ঘকাল এরপর আর কোনো বাঁক বাংলা থিয়েটারে যে ঘটেনি, তা সংবাদপত্রগুলির প্রতিবেদনের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।"(পৃ. ১৮)

নবীন বসু সম্পর্কে ১৩ নম্বর রেফারেন্সের-সূত্রটি করবী দিয়েছেন কৌশিক সান্যালের লেখা 'নবীন বসুর থিয়েটার' গ্রন্থের। (যদিও অনুষ্টুপ প্রকাশিত এই গ্রন্থের যে 'পরিবর্ধিত সংস্করণ'-২০০৮ এর সূত্র তিনি লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে সেটি মোটেও 'পরিবর্ধিত সংস্করণ' নয়—বইটির 'দ্বিতীয় মুদ্রণ' মাত্র)। কিন্তু 'রোমিও জুলিয়েট'-এর সঙ্গে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর তুলনা কোন বাঙালি কৃতবিদ্য সমালোচক দিয়েছেন, তার সূত্র কিন্তু তিনি দেননি, সুতরাং, তাঁর লেখা থেকে সেটি বোঝবার উপায়ও নেই।

উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরপর সুদীর্ঘকাল বাংলা থিয়েটারে কোনো বাঁক বদল ঘটেনি—এই স্টেটমেন্ট-এর 'এরপর' বলতে কার পর—'বিদ্যাসুন্দর'এর পর? না কি 'রোমিও-জুলিয়েট'-এর পর? এবং 'সুদীর্ঘকাল' বলতে ঠিক কতকাল বুঝিয়েছেন করবী? আর 'বাঁক বদল' বলতে কী ধরনের বদল—সেই বদলের মানদণ্ডই বা কী—তিনি বোঝাননি? 'সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলি' বলে তিনি যে চারটি উদ্ধৃতি এবং আরও কিছু নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা উদ্ধার করেছেন—সেগুলি কি বাঁক বদলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে? প্রথম সমাজসমস্যা মূলক নাটক হিসেবে রামজয় বসাকের বাড়িতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বা মেট্রোপলিটান থিয়েটারে 'বিধবাবিবাহ নাটক'-এর অভিনয় কি বাঁক বদল নয়? বেলগাছিয়া থিয়েটারে 'শর্মিষ্ঠা' কিংবা বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে 'সধবার একাদশী'-র অভিনয় কি বাঁক বদল নয়? যদি না হয়, কেন নয়? এবং

উত্তর

বাংলা থিয়েটারের বাঁক বদল নিয়ে সংশয়ের উত্তরে আমরা সংশোধন করে বলেছি-

কী অভিনয়ে, কী আঙ্গিকে, কী প্রয়োগভাবনায়, কী সমাজসংলগ্নতায় - ১৮৫৪ সালে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোনো বাঁক বাংলা থিয়েটারে যে ঘটেনি, তা সংবাদপত্রগুলির প্রতিবেদনের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ করলেই বোঝা যায়।

নবীন বসু বিষয়ক প্রশ্নে আমাদের উত্তর-

অনেকগুলি কারণেই নবীন বসু[১৩] পথিকৃৎ স্বরূপ হয়ে আছেন। অথচ তিনি ইংরেজি কোনো নাট্যশিল্পীর কোনো সাহায্য নেননি এবং যতই না কেন 'রোমিও জুলিয়েট'-এর সঙ্গে 'বিদ্যাসুন্দর'-এর তুলনা করুন বাঙালি কৃতবিদ্য সমালোচক[১৩এ] - পালাটি বিলিতি যন্ত্রাদির ব্যবহারে দেশজ নাট্যের অভিনয়ই ছিল।

সূত্র

১৩এ) "...ইংরাজি পাঠকদের সুবিধার্থে বলা যেতে পারে যে, এই নাটকটি অনেকটাই শেকসপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'এর মতো"। সান্যাল, কৌশিক, ২০০৮, *নবীন বসুর থিয়েটার,* পৃ ১৬।

শ্রী সান্যাল দেখিয়েছেন, মহেন্দ্রলাল বিদ্যানিধি ছিলেন *হিন্দু পাইওনিয়ার*-এর লেখাটির পিছনে, তিনি স্বতন্ত্রভাবে অভিনয় নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন এবং *ইংলিশম্যান, বেঙ্গল হরকরা* প্রভৃতি পত্রিকার বিরোধিতার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। শ্রী সান্যাল প্রমাণ করেছেন, ঠিক নবীন বসুর কারণে নয়, মূলত *বিদ্যাসুন্দর*-এর অশ্লীলতাই ছিল উক্ত অভিনয়ের বিরোধিতার কারণ। সেই কারণে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮) এর শোভাবাজার রাজবাড়ির 'অশ্লীলতামুক্ত' *বিদ্যাসুন্দর* পালটা সমালোচিত হয়েছে।

সংশোধনী ৩

- পরীক্ষক উল্লেখিত প্রথম অধ্যায়ের সূত্র-২৪ এ শঙ্কর ভট্টাচার্যের 'বাংলা রঙ্গালয়ের উপাদান' খন্ড-২, বইটি থেকে 'নবযুগ' ও 'রঙ্গালয়' পত্রিকার বাদানুবাদের প্রসঙ্গ না থাকার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের সূত্র ২৪ এর তথ্য ভুল থাকার দরুন বাদানুবাদের অংশটিকে আমরা বাদ দিয়েছি।

- বাংলা সংবাদ ও সাময়িক পত্রে নাট্যের খবরাখবর নিয়ে সংশয়ের প্রসঙ্গে আমরা আসলে যা বলতে চয়েছি তা নিম্নরূপ-

১৮৮১ থেকে ১৯১২ অবিচ্ছিন্ন এই একতিরিশ বছরে গিরিশ প্রতিভার বিচ্ছুরণ-বিস্তার, তার উত্থান-পতন বলা বাহুল্য এই আলোচনার প্রতিপাদ্য নয়। আমরা বলতে চাইছি যে প্রথম যুগের তুলনায় এই যুগে নাট্য-সাংবাদিকতার চরিত্র বদলে গেল। এই সময়ে বিস্ময়করভাবে বাংলা সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রে নাট্যের খবরাখবর যে নানা পত্রে নেই তা নয়। কিন্তু যথার্থ নাট্য সমালোচনা ছিল কিনা তা সন্দেহাতীত নয়। যেমন বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৭-এর ১৬ মে অভিনীত 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটক ও 'আয় ঘুরে আয় সোনার চাঁদ' প্রহসনের অভিনয় নিয়ে *সমাচার চন্দ্রিকা*-য় প্রকাশিত ১৮ই মে-র প্রতিবেদন জুড়ে উক্ত প্রহসন অভিনয়ের বিরূপতার বৃত্তান্ত, মূল নাট্যের প্রসঙ্গই নেই [২৩এ]।

তেমনই ১ নভেম্বর ১৮৮৮-র *সুলভ সমাচার*, *কুশদহ* ও *বীণা* মূলত থিয়েটারের খবরাখবরই ছেপেছে।[২৪] যা কিছু আলোচনা সবই *Bengalee*, *The Statesman*, *Indian Daily News* ইত্যাদিতে।

সূত্র

২২) গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপে নবীনচন্দ্র সেনের *পলাশীর যুদ্ধ* নাটকের ২০ জানুয়ারি ১৮৭৮ 'সাধারণী'র সমালোচনা, দ্র ভট্টাচার্য, শঙ্কর, আগস্ট ১৯৮২, *বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (১৮৭২-১৯০০) ১ম খন্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ ১৪৬-৪৭।

২৩) ভট্টাচার্য, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬০।

২৩এ) ভট্টাচার্য, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ ৪।

২৪) ভট্টাচার্য, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৬।

সংশোধনী ৪

1. শিশিরকুমারের 'সীতা', 'পাষাণী', 'জনা', 'পুন্ডরীক', 'বিসর্জন'- এই প্রযোজনাগুলি নিয়ে 'বঙ্গদর্শন', 'নবযুগ', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত আক্রমণাত্মক সমালোচনাগুলি এবং তার বিপরীতে 'নাচঘর'-এর প্রশংসাসূচক সমালোচনাগুলি বাদ দিয়ে শিশিরযুগের অভিনয় আলোচনা হতে পারে?
2. সেযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য সমালোচক বীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী 'ভগ্নদূত' পত্রিকায় যে-কয়েকটি নাট্যসমালোচনা লিখেছিলেন, সেই আলোচনাগুলি ব্যতিরেকে শিশিরযুগের নাট্যসমালোচনার ভালোমন্দের কথা কীভাবে সম্পন্ন হতে পারে?
3. মাত্র আড়াই পৃষ্ঠারও কম স্থানে কীভাবে এই পর্বের আলোচনা কোনরকম বিশ্লেষণ ছাড়াই সম্পন্ন হতে পারে?

- শিশিরকুমারকে ‘ব্র্যান্ড শিশিরকুমার’ করে তুলতে তৎসময়ের পত্রিকাগুলির অবদান অসামান্য এবং স্বল্প পরিসরে আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা বলবো-

নাচঘর ছাড়াও *সচিত্র শিশির, শনিবারের চিঠি*ও ছিল শিশির-অনুরাগী। অবশ্য বিরুদ্ধ সমালোচনাও অনেক সহ্য করতে হয়েছে শিশিরকুমারকে, এই পরিসরে আমরা কেবল সেই কথাটুকু মনে রাখছি, বিস্তারিত আলোচনা অন্য পরিসরে করা যাবে।[২৭এ]

সূত্র

২৭[এ]) দুটি গ্রন্থ এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য।

ক) ঘোষ, দেবীপ্রসাদ, (সংকলিত-সম্পাদিত) মে ১৯৯৭, ‘শিবরাম-শিশির বিতর্ক’ *স্যাস* নাট্যপত্র প্রকাশনা। খ) রক্ষিত, মলয়, ২০২১, শিশিরকুমার শিল্পীর ধর্ম ও অন্যান্য প্রবন্ধ, বিন্দুবিসর্গ।

সংশোধনী ৫

ক) পরীক্ষকের প্রশ্ন-

1. কুমুদবন্ধু সেন-এর সাক্ষাৎকার অনুসারে ভণ্ড দেশনেতাদের সমালোচনা করে গিরিশচন্দ্র স্বদেশি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন- তা কি বলা যায়?

2. গিরিশচন্দ্রের ‘তীব্র হিন্দুত্ববাদী মন’-সেটা কি ১৮৮১ –তে ‘রাবণবধ’ নাটকে হিন্দুর ভক্তিধর্মচ্ছবি তুলে ধরা থেকেই আসেনি? তাঁর ‘চৈতন্যলীলা’, ‘বিল্বমঙ্গল’, ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’, ‘জনা’- এসব কি হিন্দুর ভক্তিধর্মের মহিমা প্রচারের নাটক নয়?
3. বয়কট বিরোধিতা, স্বদেশি আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাতথের নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা তাঁর চিঠি, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিকল্পের সন্ধান-

- স্বদেশি আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে-

শুধু বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার জন্য দেশের তরলমতি ছেলেরা জেলে যাবে, আর নেতারা বক্তৃতা ক’রে হুজুগে হাততালি পাবে আর যশের মুকুট মাথায় পরবে! - এটা কি স্বদেশপ্রেম? [৩১]

আনুমানিক এই উক্তির কাল ১৯০৬, যার এক বছর পর তিনি *ছত্রপতি শিবাজী* নাটক লিখবেন। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি এসেছে আরো পরে, ১৯১৪য় *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে। কিন্তু প্রথমদিকে তিনি আন্দোলনের স্বপক্ষতা করে গান লিখেছেন। ততদিনে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে তীব্র এক হিন্দুত্ববাদী মন তৈরি হতে দেখি[৩২]। অবশ্য তিনি প্রকৃত দেশভক্তি থেকে বেশ কিছু নাটক লিখেছিলেন, যে দেশপ্রেম স্বদেশি যুগের দেশপ্রেমের তুলনায় অনেক ব্যাপ্ত। যে সময় নিয়ে আমাদের মুখ্য আলোচনা, সেই সময়েও তিনি রাজনীতি থেকে সরে থাকতে চেয়েছিলেন এই অনুমান অমূলক নয়।

খ) ‘গজানন্দ ও যুবরাজ’ (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬) নাটকের প্রকৃত নাম ‘গজানন্দ ও যুবরাজ’।

- ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ প্রসঙ্গটির ভুল সংশোধন করে আমরা প্রথম অধ্যায়ের সূত্রে সঠিক তথ্য উল্লেখ করে দিয়েছি।

সেইসঙ্গে লন্ডন থেকে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনে হাইকোর্টের উকিল গজদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর পরিবারের রমণীদের দিয়ে যুবরাজকে আপ্যায়ন জানানোয় তার প্রতিবাদে ‘গজদানন্দ ও যুবরাজ’ (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার)[৩৬এ] এবং তার আগেই একটি বিতর্কিত মামলা নিয়ে ২২ মে হয়েছে বেঙ্গলে ‘গাইকোয়াড়’ নাটক, এবং ওই বছরেই প্রকাশ পায় দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের *চা-কর দর্পণ* নাটক।

সূত্র

৩৬[এ]) প্রহসনটির আদত নাম ছিল গজানন্দ ও যুবরাজ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলবশত তাকে গজদানন্দ করেছেন। দ্র ভট্টাচার্য, শঙ্কর, পূর্বোক্ত, ১, পৃ ১২৪।

সংশোধনী ৫

গ) পরীক্ষকের মন্তব্য ও প্রশ্ন-

1. ১৮৭৬-এর পর বাংলা থিয়েটার ৬৮ বছর প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছে।
2. বাল গঙ্গাধর তিলকের দলবল নিয়ে ‘সিরাজদ্দৌলা’ দেখতে আসা, অভিনয় চলাকালীন প্রেক্ষাগৃহে ঢোকা, অভিনয় স্তব্ধ হওয়া, অভিবাদন বিনিময় এবং ‘বন্দেমাতরম্’ বলে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে দেওয়া- ইত্যাদি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ- রাজনীতিশূন্য বলা যায় কি?

ফলত, বলা যেতে পারে ১৮৭৬-এর পর বঙ্গরঙ্গালয় গিরিশচন্দ্রর এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের কিছু ঐতিহাসিক নাটকের পর প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছে ১৯৪৪-এর ‘নবান্ন’ নাটক পর্যন্ত। মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮)-এর ‘কারাগার’ (১৯৩০)-এর মতো কোনো কোনো নাটক রাজরোষে

পড়ে নিষিদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র চেষ্টা করছিলেন ভারতীয় রাজনীতি যে ধারায় চলছিল, তা থেকে দূরে থেকে বাংলা থিয়েটারে এক দেশজ জাতীয় ভাব আমদানি করতে। তাঁর নিজের অভিনয়ে, অভিনয়ের শিক্ষায় যে দেশজতার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল, নাট্যভাবনায় তা অনবদ্য হলেও তাঁর হিন্দুত্ববাদ তাঁকে সমালোচনার্হ রেখে গেছে। পক্ষান্তরে, শিশিরকুমার জাতীয় কংগ্রেসের কাছাকাছি থেকেও আটপৌরে গিরিশচন্দ্রের পথে নয়, রাবীন্দ্রিক স্তরে খুঁজতে চেয়েছিলেন 'জাতীয় নাট্য' [৩৯এ]।

ঘ) পরীক্ষক বলেছেন 'ভিক্টোরীয় গড়ন'- বিষয়টি উদাহরণসহ স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

- 'ভিক্টোরীয় গড়ন' প্রসঙ্গটি বর্তমান আলোচনায় অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পরিহার করা হয়েছে।

সংশোধনী ৬

পরীক্ষকের মন্তব্য ও প্রশ্ন-

ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েচছিল ১৯৩৯-১৯৪৫ পর্যন্ত। ১৯৩৪ সালটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা চলে কিনা।

খ) যদি চলে, তাহলে ১৯৩৪-এর প্রেক্ষাপটে ১৯৩৮-এ 'ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' তৈরি হল এই কথাটি যুক্তিসম্মত কি না?

গ) ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'- এই নামে কোনো সংঘটন কি ইতিহাসে সত্যিই ছিল?

- গণনাট্য সমকালীন পরিমন্ডল, ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি লেখক সংঘ প্রসঙ্গে-

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শিশিরকুমারের সমকালেই শুরু হয়েছিল গণনাট্য এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা 'নবান্ন'। এই প্রযোজনাটি না ঘটলে এই বঙ্গে সমান্তরাল ধারার অব্যবসায়িক নাট্যধারার জন্ম হত না। আরও ঠিকঠাক বলতে গেলে বলতে হয়, তিরিশের দশকে জার্মানিতে অ্যাডল্‌ফ হিটলারের অভ্যুত্থান এবং এপ্রিল ১৯৩৬-এ প্রথমে লক্ষনৌতে তৈরি হয়েছিল একটি কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' (Anti Fascist Progressive Writers Association)। এর নাম নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে, কিন্তু তা আমাদের আলোচ্য নয়। কলকাতায় ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে গড়ে উঠল এর কেন্দ্র, যেখান থেকে ১৯৪২ সালে গড়ে উঠল Indian Peoples Theatre Association, সংক্ষেপে IPTA, বাংলায় যার নাম 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ'। আমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ বিষয়টিকে 'একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন' হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন, চিন্মোহন সেহানবীশ (১৯১৩-৮৭) তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছিলেন, *৪৬ নং, একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*[১]।

সংশোধনী ৭

ক) পরীক্ষক নতুন রীতির বানানের পাশাপাশি পুরোনো রীতির বানান ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।

- পরীক্ষক যে পৃষ্ঠাগুলিতে বানানে অসংগতি উল্লেখ করেছেন তাদের প্রতিটি সংশোধন করা হয়েছে।

খ) পরীক্ষক অজ্ঞানতাবশত এবং অসাবধানতাবশত গবেষণা সন্দর্ভে বানান ভুল উল্লেখ করেছিলেন

- প্রতিটা ভুল বানান সংশোধন করা হয়েছে।

সংশোধনী ৮

সবশেষে পরীক্ষকের মন্তব্য ছিল পত্রিকা ও গ্রন্থনামে ইটালিক্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু নাট্যগ্রুপ বা দলের নাম ইটালিক্স করা হয়েছে কেন? এবং প্রস্তাবনায় বেশ কয়েকটি রেফারেন্স এসেছে যেগুলি আন্তর্জাল মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত, কিন্তু সেগুলির রেফারেন্স ডিটেলস(URL Number)ছিল না।

আমাদের উত্তর-

- পরীক্ষকের নির্দেশানুযায়ী আমরা গ্রন্থনাম ইটালিক্স-এ রেখেছি নাট্যদলের নাম থেকে ইটালিক্স বর্জন করেছি।
- প্রস্তাবনা অংশে আন্তর্জাল সূত্রগুলির URL Number উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩) নাট্যসমালোচনা কী?

- *Theatre criticism* is a genre of arts *criticism*, and the act of writing or speaking about the performing arts such as a play or opera. ..So the

literary craft gives birth to a stage production. Likewise a *criticism* of a written play has a different character from that of a *theatre* performance.

- https://en.wikipedia.org/wiki/Theatre_criticism

নাট্যসমালোচকের কাজ কী?

- A **theater critic** analyzes given works of drama. Most often, this analysis is in written form and appears in print or digital media. In addition to providing literary interpretation, the writings of a theater critic help raise general awareness about theater among readers.
- https://en.wikipedia.org>wiki>Theatre_criticism.

কেন নাট্যের সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন?

- The **critic** is the advocate for the audience. ... **Critics** can help on audience digest what they're seeing. Sure, sometimes they can be, and sometimes their words are hard to read, but they are absolutely necessary.
- https://en.wikipedia.org>wiki>Theatre_critiocism.

১৪) An interview with *Time Out New York* theater critic David Cote.

https://en.wikipedia.org.

Professor (Retd)
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032
10/07/2025

Karaki Sardar